



36477 - কেরবানীর দিনেরে ফযলিত

প্রশ্ন

যলিহজ্জেরে দশ তারখিরে বশিষে কোন বশৈষ্টিয় আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনীয় আগমন করলনে তখন মদনীবাসীরা বশিষে দুইটি দিনি খলে-তামাশা করত। তিনি বললনে: আল্লাহ এ দুই দিনেরে বদলে তমোদরেককে উত্তম দুইটি দিনি দয়িছেনে: ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। [সুনানে আবু দাউদ (১১৩৪), আলবানী 'সলিসলি সহহি' গ্রন্থে (২০২১) হদসিটকি সহহি বলছেনে]

তাই আল্লাহ এ উম্মতকে খলে-তামাশার দুইটি দিনেরে পরবির্তে আল্লাহর যকিরি, শুকর, ক্শমা ও গুনাহ মাফরে দুইটি দিনি দয়িছেনে।

তাই দুনিয়াতে মুমনিরে জন্ম তনিটি ঈদ রয়ছে:

একটি ঈদ প্রতীসপ্তাহে আবরতি হয়। অপর দুইটি ঈদ প্রতবিছর একবার একবার করে আসে; একবারেরে বশে আসে না।

প্রতীসপ্তাহে যে ঈদটি আবরতি হয় সটেই হছে- জুমাবার। আর যে ঈদদবয় বছরে একবারেরে বশে আসে না; বরং প্রতবিছর শুধু একবার আসে সে ঈদদবয়েরে একটি হছে- ঈদুল ফতির তথা রমযানেরে রোযা ভাঙগাকনেদ্রকি উৎসব। এটি রমযানেরে রোযা পূরণ করার সাথে সম্পৃক্ত। যে রোযা হছে ইসলামেরে তৃতীয় স্তম্ভ। মুসলমানরো তাদেরে ফরয রোযার মাস পূরণ করার পর, রোযা সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তাদেরে জন্ম ঈদ উদযাপন করা বধিন দয়িছেনে; যে উৎসবে তারা আল্লাহর শুকর, তাঁর যকিরি ও তাকবীর দতিে দতিে আল্লাহর হদোয়তেরে আলককে একত্রতি হয়। এ উৎসবেরে দিনি আল্লাহ তাদেরে জন্ম নামায় ও সদকা করার বধিন দয়িছেনে।

দ্বিতীয় ঈদ হছে- যলিহজ্জ মাসেরে দশ তারখিরে কেরবানীর ঈদ। এটি দুই ঈদেরে মধ্যে সর্বোত্তম ও মহান। এ ঈদ হজ্জ সম্পন্ন করার পর দয়ো হয়ছে। যখন মুসলমানরো হজ্জ শযে করে তখন আল্লাহ তাদেরে ক্শমা করে দনে।

আরাফার দিনি আরাফা মাঠে অবস্থান করার মাধ্যমে হজ্জ পূর্ণতা লাভ করে। আরাফাতে অবস্থান হছে- হজ্জেরে সবচয়ে



মহান বুকন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হজ্জ হচ্ছ- আরাফা”[সুনানে তরিমযি (৮৮৯), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১০৬৪) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

আরাফার দিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিনি। এ দিনি যসেব মুসলমান আরাফাতে অবস্থান করে কথিবা আরাফাতে অবস্থান করে না; আল্লাহ তাআলা উভয় ধরণে মানুশকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন। এ কারণে আরাফার দিনির পরের দিনি সর্বস্থানরে সকল মুসলমানরে জন্য ঈদরে দিনি; যারা হজব্রত আদায়রে জন্য হায়রি হতে পরেছে কথিবা হায়রি হতে পারনে।

এ দিনি নুসুকের মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাসলিরে বধিান সকলরে জন্য দয়ো হয়ছে। নুসুক হচ্ছ- কেরবানীর পশুর রক্তপাত করা। কেরবানীর দিনিরে সংক্ষিপ্ত ফযলিত নমিনরূপ:

১। আল্লাহর কাছে এটি একটি উত্তম দিনি:

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (১/৫৪) বলেন: “আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিনি হচ্ছ- কেরবানীর দিনি। এটি হচ্ছ- বড় হজ্জরে দিনি। যমেনটি বরণতি হয়ছে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৭৬৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি বলেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মহান দিনি হচ্ছ- কেরবানীর দিনি।[আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

২। এটি হচ্ছ- বড় হজ্জরে দিনি:

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলেন: যবে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায় করেন সে বছর কেরবানীর দিনি তিনি জমরাতগুলোর মাঝখানে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আজ বড় হজ্জরে দিনি”[সহহি বুখারী (১৭৪২)]

বড় হজ্জ আখ্যায়তি করার কারণ হল: হজ্জরে অধিকাংশ আমল এই দিনি পালতি হয়। এই দিনি হাজীসাহবেগন নমিনোক্ত আমলগুলো পালন করেন:

১- আকাবা জমরাতে কংকর নকি্ষেপে করেন।

২- কেরবানী করেন।

৩- মাথা মুণ্ডন করেন কথিবা চুল ছোট করেন।

৪- তাওয়াফ করেন।

৫- সাযী করেন।



৬- এটি সর্বস্তরের মুসলমানদের ঈদরে দিন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আরাফার দিন, কৌরবানীর দিন ও তাশরকিরে দিনগুলো আমরা মুসলমানদের জন্য ঈদরে দিন। এ দিনগুলো পানাহারের দিন।”[সুনানে তরিমযি (৭৭৩), আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

আল্লাহই ভাল জানেন।